**‘জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হাসপাতাল ভবন; মিরপুরে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ২৪৮ আসন বিশিষ্টি ছাত্রী হোস্টেল (১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ৯ তলা ভবন); মহাখালীতে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি’র সম্প্রসারিত (৯ তলা ভিত বিশিষ্ট) তিন তলা ভবন উদ্বোধন এবং এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সস এন্ড হসপিটাল; স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় মহাখালী, ঢাকা’র ৩য় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ (৬-১৫ তলা নির্মাণ) ও জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের উত্তর ও দক্ষিণ ব্লকের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কার্যক্রমের**

**ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা

সোমবার, ১৪ কার্তিক ১৪২৫, ২৯ অক্টোবর ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ

চিকিৎসকবৃন্দ এবং

**সুধিমন্ডলী।**

**আসসালামু আলাইকুম**

জাতীয় অর্র্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ।

শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহিদ ও ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সালাম। স্মরণ করছি ’৭৫- এর ১৫ই আগস্টের সকল শহিদকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ পেয়েছি। য্দ্ধুবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বহু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে জাতির পিতা যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। তিনি জনমানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে থানা পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য কাঠামোকে সম্প্রসারণ করেন। তিনি চিকিৎসকদের মর্যাদা প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেসময় বিসিপিএস, বিএমআরসি, নিপসম, এবং জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

**সম্মানিত সুধী,**

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠন করলে দেশের মানুষ পুনরায় আস্থা ফিরে পায়। আমাদের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকাল ছিল দেশের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। সেসময় আমরা দেশের ইতিহাসে প্রথম ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করি। আমরা সেসময় স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থা চালু করেছিলাম। পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোট সরকার প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে ১০ হাজারের বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দিয়েছিল।

জাতির পিতার দর্শনকে ধারন করে আমরা স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গত ১০ বছরে স্বাস্থ্যখাতের ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। আমাদের সরকারের স্বাস্থ্যনীতি এবং স্বাস্থ্যসেবায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পুনরায় কমিউনিটি **ক্লি**নিকগুলো চালু করেছি। বর্তমানে প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। মানুষ এখন বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ঔষধ পাচ্ছে। আমাদের সকলের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ব্যাপকহারে কমেছে। তথ্য ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও এই হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা প্রবর্তন ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে নতুন ১৬ টি সরকারি ও ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সারাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১০ হাজার ৬শ’ ৬২টি নতুন শয্যা যুক্ত করা হয়েছে।

মেডিকেল শিক্ষার প্রসারে সর্বমোট ৩শ’ ৪৫টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ৪২টি নতুন মেডিকেল কলেজ, ১৯টি ডেন্টাল কলেজ, ৩৭টি নার্সিং কলেজ, ২২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ১৭১টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল ও ৫৪টি হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আমরা ১০ বছরে প্রায় ১৩ হাজার চিকিৎসক, ৫ হাজারেরও বেশি নতুন নার্স নিয়োগ দিয়েছি। স্পেশাল বিসিএস এর মাধ্যমে আরও ৬ হাজার চিকিৎসক অচীরেই নিয়োগ দেওয়া হবে। স্বাস্থ্যখাতে এ পর্যন্ত ৫০ হাজারেরও অধিক জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে বাড়িয়ে ৬ মাস করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছর ৯ মাসে উন্নীত হয়েছে।

আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্সি হিসেবে গড়ে তুলেছি। এর শয্যা সংখ্যা ১৫শ’তে উন্নীত করা হয়েছে। নবনির্মিত আউটডোর কমপ্লেক্সে এখন সকাল-বিকাল দুই শিফটে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট কয়েকদিন আগে চালু করেছি।

গাজীপুরে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছি। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ-২ স্থাপনসহ শয্যাসংখ্যা ২ হাজার ৬০০ তে উন্নীত করা হয়েছে। ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট মুগদা জেনারেল হাসপাতাল ও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। ২০১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। আমরা অন্যান্য উপজেলা হাসপাতালগুলোকেও পর্যায়ক্রমে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করে দিব।

আমরা প্রতিটি জেলায় ১টি করে মেডিকেল কলেজ ও প্রতিটি বিভাগে ১টি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এর ফলে জনগণ সহজে ও দ্রুততার সাথে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে।

অর্থোপেডিক চিকিৎসার বিভিন্ন স্তরে দুই পর্যায়েনিটোরসহ সারা দেশের ১৪টি মেডিকেল কলেজে ৩৬২টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পদায়ন করা হয়েছে। ফলে এই হাসপাতালে আধুনিক বিশেষায়িত শল্য চিকিৎসা বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। আজ কোন রোগীকে অর্থোপেডিক্স চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

**উপস্থিত সুধী,**

মহান মুক্তিযুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুচিকিৎসার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমেরিকার বিখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ রোনাল্ড জোসেফ গার্ষ্টকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। বাংলাদেশে তখন কোনো অর্থোপেডিক সার্জন ছিল না।

জাতির পিতার নির্দেশে ১৯৭২ সালের মে মাসে ৫ জন চিকিৎসককে অর্থোপেডিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন পূর্ব জার্মানীতে পাঠান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ডাঃ গার্ষ্ট এর সহায়তায় এভাবেই বাংলাদেশের অর্থোপেডিক চিকিৎসার যাত্রা শুরু হয়।

জাতির পিতার নির্দেশে এ হাসপাতালেই ১৯৭৩ সালে দেশের প্রথম পোস্ট গ্রাজুয়েট MS (Ortho) এবং Diploma (Ortho) কোর্স এর কার্যক্রম শুরু করা হয়, পরবর্তীতে এখানে চালু হয় B.Sc এবং Diploma in Physiotherapy কোর্স।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমি অনুধাবন করি, এই হাসপাতালটির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শয্যাসংখ্যা ৫’শ থেকে এক হাজারে উন্নীত করা প্রয়োজন। এরই ফলশ্রুতিতে আজকের এই সম্প্রসারিত ভবনের উদ্বোধন। আমি আশা করি দেশের আহত, আঘাতপ্রাপ্ত ও জন্মগতভাবে পঙ্গু রোগীদের অত্যাধুনিক সেবা দিতে এই হাসপাতাল আরও সচেষ্ট হবে।

**সম্মানিত সুধী,**

আমরা গত ১০ বছরে দেশের সার্বিক উন্নয়ন করেছি, যা বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজকে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। মানুষ উন্নয়নের সুফল উপভোগ করছে।

আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। উন্নয়নের ৯০ ভাগই আমরা নিজেদের অর্থে করছি। দারিদ্যের হার কমে এখন মাত্র ২১ শতাংশ। এবার প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.৮৬ ভাগ। মাথাপিছু আয় বেড়ে এখন ১৭শ’ ৫১ ডলার। ৫ কোটির বেশি মানুষ মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। পদ্মাসেতু দৃশ্যমান হয়েছে। মেট্রোরেল নির্মাণ করছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। মানুষ ঘরে বসে বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল সেবা পাচ্ছে। তরুণরা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আয় করছে। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছি।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবেই। আমরা যে উন্নয়ন করেছি তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আপনাদের সমর্থন চাই। আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা সুখী, সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশ রেখে যেতে চাই। সেজন্যই সরকারের ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

**প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,**

চিকিৎসা শুধু একটি পেশা নয়, একটি মহান ব্রত। আপনাদের মধ্যে সেবাদানের মনোভাব থাকতে হবে। প্রতিটি রোগীকে নিজের পরিবারের একজন সদস্য মনে করে সেবা প্রদান করতে হবে। আপনাদের উচ্চশিক্ষার জন্য আমরা সব সুবিধা নিশ্চিত করছি। বিশেষায়িত হাসপাতাল করে দিচ্ছি। আপনারা এসব সুবিধা কাজে লাগিয়ে জ্ঞান অর্জন করেন, রোগীদের সর্বোত্তম সেবা দেন- এটাই আমার প্রত্যাশা। চিকিৎসাসেবার ওপর মানুষ যেন আস্থাশীল থাকে সেভাবেই সেবা প্রদান করতে হবে।

আমি জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এর সম্প্রসারণ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...